ISSN 2789-1062

[আর্কাইভস থেকে]

পাকসেনাদের গণহত্যার গোপন বার্তা

২৫ মার্চের রাতে জল্লাদ টিক্কা খান বাঙালি জাতিকে চিরতরে খতম করার জন্য পাঞ্জাবি হায়েনাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর বুকের ওপর । তারা এর সাংকেতিক নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। রাত ১টায় ট্যাঙ্ক, কামানসহ সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুমন্ত নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে যখন পাকিস্তানি হায়েনার দল গুলিতে, আগুনে, বারুদে ঝলসিয়ে খাবলে খুঁড়ে খাচ্ছিল, তখন পাকসেনাদের গোপন বেতারবার্তা সে রাতে ঢাকার অনেকে রেকর্ড করে রাখেন। সে বেতারবার্তা কোডে এ যুগের আইখম্যান লে. জে. টিক্কা খানের নাম ছিল 'হায়েস্ট কন্ট্রোল'। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কন্ট্রোল রুমে বসে এই গণহত্যাযজ্ঞ 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনা করছিলেন মেজর জেনারেল মিঠ্ঠা, যিনি ছিলেন পাকিস্তান কমান্ডো বাহিনীর প্রধান। ঢাকা শহরে পত্যক্ষভাবে ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যাযজ্ঞ পত্যক্ষভাবে বাস্তবায়িত করছিলেন জেনারেল ওমর, যিনি ছিলেন পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান।

বেতারে গোপন বার্তার অনুবাদ

কন্ট্রোল ডাক দেয়– "হ্যালো ৯৯, হ্যালো। তুমি বেতার চালু রাখ। না হলে 'ইউনিট ২৬' এবং অন্যদের কথা দুবার করে বলতে হবে। সে জন্য বলছি বেতার বন্ধ করবে না। এখন বিশেষ কোনো নতুন খবর নেই। রিজার্ভ লাইন (পুলিশ লাইন) দখল করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লড়াই চলছে, ওভার" (বেতারবার্তা শেষ) ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র-শিক্ষক হত্যা ও ধ্বংসের ভার ছিল হানাদার পাঞ্জাবি সেনা ইউনিট ৮৮-এর ওপর। ইউনিট ৭৭ কন্ট্রোলকে বলে, "৮৮ জানাচ্ছে-তার কাজ ভালোভাবেই চলছে। কিন্তু ঐ এলাকায় এত বেশি বাড়ি যে তার প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে ধ্বংস করতে হচ্ছে। এ যাবৎ তাদের (হানাদার পাকসেনাদের) কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে তাদের দিকে (হানাদারদের দিকে) গুলি ছোড়া হচ্ছে। তাদের (ছাত্রদের) হাতে যা

অস্ত্রশস্ত্র আছে সবই কাজে লাগাচ্ছে, ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- “৭৭ শুনছ? ৮৮ কে বলো তার ‘বড় ভাই' এখনই যাচ্ছে। আশা করি তাদের দিয়েই বাড়ি গুলো ধ্বংস করে দিতে পারে। অপরদিকে আমার মনে ‘লিয়াকত' ও 'একবাল' এখন শান্ত। আমার অনুমান কি ঠিক? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৭৭-“চূড়ান্ত খবর পাইনি। তবে ঐ দুটি সম্পর্কে ৮৮ বেশ উৎফুল। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- “বাহ্, বেশ। এখন ছোকরাদের রাস্তায় রাস্তায় কারফিউর কথা ঘোষণা করতে বল। এটা পয়লা নম্বর। দোসরা নম্বর ‘জয়বাংলা পতাকা' সবখান থেকে নামাতে হবে। যদি কোনো বাড়িতে ঐ পতাকা উড়তে দেখা যায়, বাড়ির মালিককে তার জন্য শাস্তি দিতে হবে। কোথাও কোনো ‘কালো পতাকা' থাকবে না। শহরের কোথাও কোনো কালো পতাকা দেখামাত্র তার পরিণতি হবে সাংঘাতিক, ভয়াবহ। সকলকে বলে দাও, সকলকে বুঝিয়ে দাও, ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৭৭-“তোমার কথা শুনলাম। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল–“পথের বাধা-বিপত্তি সম্পর্কেও বলার আছে। কোথাও ব্যারিকেড তৈরি করতে দেখা গেলে সেখানেই গুলি করে উড়িয়ে দাও। যে এলাকায় ব্যারিকেড হবে সেখানকার অধিবাসীদের দায়ী করা হবে, সে কাজের জন্য তাদেরই শাস্তি দিতে হবে এবং সড়কের দুই পাশে, পুনরায় বলছি সড়কের দুই পাশে যত বাড়ি আছে গুঁড়া করে দাও। সকলকে এ কথা ভালো করে বুঝিয়ে দাও। সারারাত এবং সারাদিন ধরে এ ঘোষণা প্রচার করো। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮ ইউনিটকে সাহায্য করার জন্য ইকবাল (জহুরুল হক হল) হলের পশ্চিমে রেললাইনের (এখন নেই) কাছে ৪১ ইউনিট ছিল। কন্ট্রোল থেকে ইউনিট ৪১কে বলল- “পথে বাধা সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। যেখানে বাধা ব্যারিকেড দেয়া হবে তার দুই পাশের সব ঘরবাড়ির লোকদের গুলি করে হত্যা করা হবে। এ কথা সকলকে পরিষ্কারভাবে বলে দাও। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮- “ইমাম বলছি। আপনার নির্দেশ দিন। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- “এখুনি জয়বাংলা পতাকা ও কালো পতাকা নামাতে সকল স্থানে

হুকুম দাও। এটা না করা হলে তাদের সকলকে গুলি কর। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

ইমাম- “হুকুমমতো করছি। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল– “কোনো অতিরিক্ত সাহায্য দরকার হলে চাইবে। ‘বক্সার’রা নির্দেশ মতো যাচ্ছে। সকালেই তারা পথের সব বাধা ভাঙতে ও অপসারণ করা শুরু করে দেবে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮- “ধন্যবাদ। আর কিছু নেই। সব পরিকল্পনামতো চলছে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল– “বেশ, তুমি এবার সরে পড়। হ্যালো ৪১, হ্যালো তুমি শুনতে পাচ্ছ?” (বেতারবার্তা শেষ)।

৪১– “সব শুনতে পাচ্ছি। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল– “রেললাইনের পশ্চিমে ফাঁকা সড়কের ওপর সেনা পাহারা বসিয়েছে তো? ইউনিট ২৬ এবং ৮৮কে যারা বাধা দিচ্ছে তারা যেন ওপথ দিয়ে পালাতে না পারে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৪১- “সেখানে আমরা ঘনঘন টহল দিচ্ছি। প্রতি মিনিটে দিচ্ছি, সকলে নজর রাখছি। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল– “উত্তম, আমি নিশ্চিত যে তুমি সব ঠাণ্ডা করতে পারবে। ২৬-এর লোকেরা 'ডেইলি পিপলে'র বন্ধুদের অনুসন্ধান করছে। এবার সরে এস। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- ৮৮-এর কাছে জানতে চায় “হায়েস্ট কন্ট্রোল জানতে চায় যে, জগন্নাথ, লিয়াকত ও একবালে কী রকম প্রতিরোধ পেয়েছ? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮-“প্রথম দিকে জগন্নাথ এবং একবাল থেকে প্রচুর গোলাগুলি এসেছে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “তারপর কী হয়েছে? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮- “আমরা ‘রোমিও রোমিও’ চালু করতেই সব খতম।” এখন একবালে যাচ্ছি। সেখান থেকে উত্তম খবর দেব : ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “দুশমনরা অটোমেটিক অথবা গ্রেনেড ব্যবহার করছে কি না জানাবে।

ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮- “দুশমনরা (ছাত্ররা) প্রচুর ‘থ্রি নট থ্রি' চালিয়েছে। অটোমেটিক বা অন্য কোনো শব্দ পাইনি। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে মোতায়েন ইউনিট ২৬-এর কাজ ছিল পুলিশ লাইনে গণহত্যা চালানো, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে (বর্তমান শেরাটন) ইংরেজি দৈনিক ‘দি পিপল’ ধ্বংস করা এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।

৯৯-“২৬- কে প্রশ্ন কর- তার খবর কী, দেয়া কাজ শেষ নাকি? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

২৬-“দু হাজার দখল করা হয়েছে। রমনা থানা, কমলাপুর রেলস্টেশন দখল করা হয়েছে। টেলিভিশন ও বেতারকেন্দ্র আমাদের নিয়ন্ত্রণে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “এখান থেকে পুরানা পল্টন এলাকায় আগুন দেখতে পাচ্ছি। আগুনের শিখা হু হু করে উঠছে। হেড অফিস জ্বলছে, না আর কিছু? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

২৬- “এলাকা ‘দু হাজার' জ্বলছে। আবার বলছি, এলাকা ‘দু হাজার জ্বলছে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “পিপলস ডেইলির অবস্থা কী? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

২৬- “গুঁড়ো গুড়ো হয়ে গেছে, আবার বলছি- গুঁড়ো। আমাদের দুজন গুরুতর জখম হয়েছে, তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আঘাত পেয়েছে আরো দুজন, তবে সামান্যই। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে বলা কঠিন। কোথাও কোথাও এখনই দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। বাকি সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখন তাই এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা যায় না। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “পুলিশ লাইনও ধ্বংস করেছে? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

২৬- “এখনই তো বললাম, সেখানে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “বেশ বেশ। এখন সরে এস। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

(এরপর ইউনিট ৫৫-এর কাছ থেকে সিগন্যাল এল। এই ইউনিটেরও কাজ

ছিল সবকিছু লন্ডভণ্ড ও ধ্বংস করে ফেলা।)

৫৫- "পথের উপর কিছু ব্যারিকেড রয়েছে, অন্যদের সাহায্যে তা অপসারণ করছি। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- "উত্তম। ২৬ তোমাদের চায়। ৮৮-এর কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তুমি এখন কোথায়? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৫৫- "খামারবাড়ির দরজার সামনে। এখানকার ব্যারিকেড সব ডিনামাইট বা অন্য কিছুর সাহায্যে ভাঙছি। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯-"তোমাদের ঠেকাবার মতো ক্ষমতা হারামজাদাদের (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের) বুকে নেই। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৫৫- "চারদিকে আমরা হিংস্র 'চিতা' ছেড়ে দিয়েছি। এখন পর্যন্ত তারা কেউ সে ঔদ্ধত্য দেখায়নি। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- "তোমাদের সঙ্গে বুলডোজার এবং অন্য আগ্নেয়াস্ত্র আছে তো? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৫৫-"আছে। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- "চমৎকার খেলছ। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

এ পর্যায়ে ৯৯, ২৬-কে বলে "ডেইলি পিপল অফিস থেকে কাউকে ধরতে পেরেছ? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

২৬-"না, আমার সেপাইরা আরো কয়েকজন প্রিয়জনের বাড়ি গেছে। দেখি তারা কী সংবাদ আনে। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- "আলফা লিমা অফিস দখল করা হয়েছে কি না? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

২৬- "না, সে কাজ প্রত্যুষে করা হবে। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- "বেশ, পরিকল্পনামতো এগিয়ে যাও। ছোটখাটো যা হবে সঙ্গে সঙ্গে জানিও। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

এ পর্যায়ে ৭৭, ২৬-এর উদ্দেশে বলে- "মারখোরকে জানিয়ে দাও যে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই যেন সব মৃতদেহ গুম করে ফেলা হয়। এটা ইমামের হুকুম। ঠিকমতো সকলকে জানিয়ে দাও। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল ৮৮কে একই নির্দেশ দেয়- "সব লাশ উধাও করে দেয়ার নিখুঁত

ব্যবস্থা কর। কারো চোখে না পড়ে যেন। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

এবার বাক্যবিনিময় হয় কন্ট্রোল ও ৯৯-এর মধ্যে- “রাত একটার পর প্রায় আধঘণ্টা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। টেলিফোন ঘর আর এই ঘরের মধ্যে ইঁদুর মারতে হয়েছে। তখন যা হয়েছিল জানাও। ওভার।” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “বলছি। বেলালের ছোকরারা ‘ধাড়ি পাখিকে খাঁচায় বন্দি করেছে। একে একে দখল করা হয়েছে রমনা থানা, কমলাপুর রেলস্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ডেইলি পিপল। এখন অপারেশন চলছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ধানমন্ডিতে (বেতারবার্তা শেষ)। সেখানে প্রিয় কয়েকজনের (তাদুশীল প্রমুখ) সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ওভার”(বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোলের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা- “কাদের পাওয়া যাচ্ছে না? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)

৯৯- “তাইজুদ্দীন এবং ভুয়া বাড়িতে নেই। ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেও মালামাল (অস্ত্রশস্ত্র) নেই। অন্যদের খবর কী? ওভার”(বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- “৪১ কয়েকজন হাতের মুঠোয় বটে, তবে আসল মালেরা আগেই কেটে পড়েছে, সম্ভবত কালকেই। ৪১ অবশ্য সমগ্র এলাকা বেড়াজাল দিয়ে ঘিরেছে যাতে আর কেউ পালাতে না পারে। আশা করি তোমার অতিথিদের (বন্দি) নিয়ে তুমি খুব আনন্দেই আছ? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৯৯- “ভাবছি, ওদের কিছু খাবার দেয়া যায় কীভাবে। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- “সে ভাবনা কেন? এখন ওসব ভাবার দরকার নেই। ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

(রক্তে ভেসে যাওয়া ঢাকার বুকে ২৫ মার্চের রাতের শেষে ২৬ মার্চের প্রভাত হচ্ছে) কন্ট্রোল- তখন সকল ইউনিটকে বলল, “এখন কোথাও জয়বাংলা পতাকা বা কালো পতাকা যদি চোখে পড়ে সে এলাকার লোকদের ভালোমতো ওষুধ বেটে দাও। ধানমন্ডির প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেক ইট উলটে তল্লাশি চালাও। যাকে খুশি বন্দি কর, খতম কর, ইচ্ছামতো চালিয়ে যাও। সব শেষ করে দোও। ওভার”। (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- ২৭ মার্চের প্রভাতে ডাকল ৮৮কে “তোমার কাজ কখন শেষ হবে? ওভার” (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮- "এখন সকাল পৌনে সাতটা। আটটার মধ্যে এখানকার কাজ খতম করব। লাশগুলো জড়ো করে উধাও করার জন্য ঘণ্টাখানেক লাগবে। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- "তুমি শুধু লাশগুলো জড়ো কর। এই ফাঁকে ২৬কে বল বাকি ব্যবস্থা করতে। যত তাড়াতাড়ি পার তোমার পরবর্তী জায়গা জিঞ্জিরার দিকে এগিয়ে যাও। ক্যাম্পাস এলাকায় দুশমনদের আর কেউ কি গুলি ছুড়ছে? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮-"না। সব খতম। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল-"হ্যালো ১৬, হ্যালো, তোমার খবর কী? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

১৬- "লাশ গোনা চলছে। আশপাশে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছি না। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- "ঠিক আছে। যা ভালো সেইমতো কর। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- ৮৮কে আবার ডাকে "৮৮, তোমার আরো দায়িত্ব ছিল সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার স্টেশন দখল করা। সেটা হয়েছে? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮-"হ্যাঁ, দখল করা হয়েছে। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল-"তবে উত্তম। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিকার কত? যা দেখছ তাতে কত আন্দাজ হয়? কত খতম, আহত বা বন্দি? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮- "মনে হয় শ-তিনেক। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল- "সর্বোত্তম। তিনশ খতম? না বন্দি? না জখম? ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

৮৮- "আরে না না। একেবারে সাফ। খেল খতম। ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

কন্ট্রোল– "উত্তম, উফ, অতি উত্তম! সেটাই সর্বোত্তম সহজ কাজ। চালিয়ে যাও, যথেচ্ছা চালিয়ে যাও! তোমার কাছে কোনো কৈফিয়ত চাইবার কেউ নেই। কেউ চাইবেও না। পুনরায় বলছি, যা দেখাচ্ছ- জবাব নেই। আবার বলছি- সাবাশ। সাবাশ, বড় খোশ-খবর শোনালে হে! ওভার" (বেতারবার্তা শেষ)।

গোপন বার্তা বিনিময়ে যে ‘কোড’ নাম ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো ছিল নিম্নরূপ:

কোডনাম	**আসল পরিচয়**
হায়েস্ট কন্ট্রোল	জল্লাদ টিক্কা খানের অফিস, (বর্তমান বঙ্গভবন)
চিতা	ট্যাঙ্ক
বড় ভাই	গোলন্দাজ বাহিনী
লিয়াকত	জিন্নাহ হল (বর্তমান সূর্যসেন হল))
একবাল	ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল
জগন্নাথ	জগন্নাথ হল
ইমাম	কমান্ডিং অফিসার
বক্সার	বুলডোজার
ডেইলি পিপল	দি পিপল
বন্ধু	সন্দেহভাজন ব্যক্তি
রোমিও রোমিও	রিকয়েললেস রাইফেল
দু হাজার	পুলিশ লাইন
হেড অফিস	আওয়ামী লীগ দপ্তর
আলফা লিমা	আওয়ামী লীগ
মারখোর	অ্যাডজুট্যান্ট
বেলালের ছোকরা	কমান্ডো বাহিনী
ধাড়িপাখি	শেখ মুজিবুর রহমান

উল্লেখ্য যে, ‘বেলালের ছোকরারা’ সংকেতে যে মেজর বেলাল ও তার কমান্ডো গ্রুপের কথা বলা হয়েছে তারাই ৩২ নং ধানমন্ডির বাসা থেকে ২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার দায়িত্বে ছিল। সে দায়িত্ব পালনকালে মেজর বেলালের নির্দেশে পাকিস্তানি কমান্ডোরা বাঙালি জাতির জনকের পিঠে ও ঘাড়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত

করছিল। তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ব্যথায় চিৎকার করে বলেছিলেন, “আমার সঙ্গে তোমরা দুর্ব্যবহার করছ কেন?” তবু তারা তাঁকে ছাড়েনি, অমানুষিক নির্যাতন করতে করতে ৩২ নং ধানমন্ডির বাসা থেকে তাঁকে বের করে নিয়ে যায়। আর তার ৪ বছর পর সেই ৩২ নং বাসায় পাকিস্তানি সেনাদের ভাড়াটে সেনারা তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। মৃত্যুর সময় তাঁকে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত ভাড়াটেরা দেয়নি, সিমার যেমন কারবালার তীরে হজরত ইমাম হোসেন ও তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর সময় এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দেয়নি!

২৫ মার্চের রাতে যে পাক কমান্ডো মেজর বেলাল বঙ্গবন্ধুকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করেছিল তার করুণ মৃত্যু হয়েছিল সেই একাত্তরেই। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে তাড়া খেয়ে কুমিল্লা থেকে পালিয়ে ঢাকা আসার পথে মেঘনা নদী তাকে ডুবিয়ে মেরেছিল, যে মেঘনার নাম ধরে বঙ্গবন্ধু এ জাতিকে শিখিয়েছিলেন “তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা”। সে নদীর শত সহস্র বছরের স্বপ্নে লালিত মহামানবকে যে শয়তান আঘাত করেছিল, নদী মেঘনা তার প্রতিশোধ নিয়েছিল।

মুসা সাদিক

মুক্তিযুদ্ধ কোষ

মুক্তিযুদ্ধ

ড্রইং : আবদুস শাকুর, ২০১৭। সংগ্রহ: গণহত্যা জাদুঘর